

ডেভিড কপারফিল্ড

চার্লস ডিকেন্স; রূপান্তর : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

গল্পটির মূলভাব

গল্পটি চার্লস ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিল্ড' উপন্যাসের প্রথম অংশের ভাবানুবাদমূলক সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি এক বালকের জীবনের করুণ গল্প। মাত্র ছয় মাস বয়সে ডেভিড তার বাবাকে হারায়। ছোটবেলা থেকেই ডেভিড ছিল অনুভূতি ও কল্পনাধর। তার মায়ের নাম ছিল ক্লারা। বাবার মৃত্যুর পর মায়ের সঙ্গে ভালোই যাচ্ছিল ডেভিডের দিনগুলো, কিন্তু আট বছর বয়সে জীবনে নেমে এলো নিপীড়ন। মা ক্লারা বিয়ে করলেন নিষ্ঠুর স্বভাবের ব্যক্তি মার্ডস্টোনকে। তার বোন মিস মার্ডস্টোনও বদমেজাজি। বিনা কারণে ডেভিডের ওপর রুট ছিলেন তার সংবাবা ও মিস মার্ডস্টোন। মা ও কাজের মেয়ে পেগোটিই ছিল ডেভিডের ভালোবাসার মানুষ। ডেভিডকে লন্ডনের এক আবাসিক স্কুলে ভর্তির জন্য পাঠানো হলে সেখানেও সে নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। তবে সেই জীবনে হৃদয়বান মানুষেরও দেখা পেল সে। তার ভালো লাগল নিরীহ ধরনের শিক্ষক মেল সাহেবকে। কিন্তু সেই মেল সাহেবও টিকতে পারলেন না মানুষের মন্দ স্বভাবের জন্য। ডেভিডের জীবন থেকে বোঝা যায়, ধৈর্য ও সংগ্রামশীলতার মধ্য দিয়েই মানুষকে টিকে থাকতে হয়।



গল্পটির শিখনফল : গল্পটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : কাজের লোককে সম্মান করতে শিখব।
- শিখনফল-২ : গৃহকর্মীর কাজ সম্পর্কে জানতে পারব।
- শিখনফল-৩ : অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখব।
- শিখনফল-৪ : নিষ্ঠুর মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জানতে পারব।

লেখক-পরিচিতি

নাম : চার্লস ডিকেন্স; পুরো নাম : চার্লস জন হাফ্যাম ডিকেন্স।

জন্ম : ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান : পোর্টসমাউথ, ইংল্যান্ড।

সাহিত্য সাধনা : উপন্যাস : অলিভার টুইস্ট, অ্যা টেল অফ টু সিটিজ, ডেভিড কপারফিল্ড, গ্রেট এক্সপেক্টেশন্স, হার্ড টাইমস।

মৃত্যু : ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ।

রূপান্তরকারী

নাম : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

জন্ম : ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ। জন্মস্থান : গাইবান্ধা।

পেশা / কর্মজীবন : প্রভাষক : করটিয়া সাদত কলেজ, জগন্নাথ কলেজ; সহযোগী অধ্যাপক : জগন্নাথ কলেজ, বাংলা বিভাগ; অধ্যাপক : বাংলা বিভাগ, ঢাকা কলেজ।

সাহিত্য সাধনা : গল্পগ্রন্থ : অন্যঘরে অন্যঘর, খোয়ানি, দুধভাতে উৎপাত, দোজখের ওম, জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল।

উপন্যাস : চিলেকোঠার সেপাই, খোঁসাবনামা।

পুরস্কার/সম্মাননা : বাংলা একাডেমি পুরস্কার, একুশে পদক ও দেশে-বিদেশে নানা গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার লাভ।

মৃত্যু : ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ।





অনুশীলন



মূল্যায়ন পদ্ধতির সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে
১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, NCTB প্রদত্ত চূড়ান্ত নম্বর বটন অনুযায়ী অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় আনন্দপাঠ অংশ থেকে বর্ণনামূলক প্রশ্ন থাকবে। মাস্টার ট্রেনার প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ নিচে সংযোজিত হলো। পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য প্রয়োজনগুলো বুঝে প্র্যাকটিস কর।

গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর



বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০১

- ক. ডেভিডের সুখের জীবনে প্রথম ধাক্কা আসে কখন? ৩
খ. 'ধৈর্য ও সংগ্রামশীলতার মধ্য দিয়েই মানুষকে টিকে থাকতে হয়।'— 'ডেভিড কপারফিল্ড' গল্পের আলোকে আলোচনা কর। ৭

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাত্র ছয় মাস বয়সে পিতাকে হারানো ডেভিডের জীবন তার মায়ের সঙ্গে সুখেই অতিবাহিত হচ্ছিল। বাড়ির কাজের মেয়ে পেগোটি ও মায়ের সঙ্গে অতিবাহিত করা ডেভিডের ছিমছাম সুখের জীবনে প্রথম ধাক্কা আসে আট বছর বয়সে। ডেভিডের যখন আট বছর বয়স তখন তার মা আবার বিয়ে করেন। ডেভিডের সৎবাবা মার্ডস্টোন সাহেব ছিলেন দশাসই পুরুষ; তার মস্ত জুলফি, পুরু গোঁফ এবং জোড়া ডুরু। তাকে দেখে প্রথম থেকেই ডেভিডের নিজের মানুষ বলে মনে হয়নি। মার্ডস্টোনের সঙ্গে তার বোনও ডেভিডদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আসেন। কড়া মেজাজের এই দুজন মানুষ ডেভিডের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

তাই বলা যায়, ডেভিডের সুখের জীবনে প্রথম ধাক্কা আসে তার আট বছর বয়সে মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের পর।

খ ধৈর্য ও সংগ্রামশীলতার মধ্য দিয়েই মানুষকে টিকে থাকতে হয়, কারণ মানুষের জীবনযাত্রা সব সময় সহজ ও নির্বিঘ্ন নয়। জীবনের প্রতিটি ধাপে মানুষকে নানা ধরনের প্রতিযোগিতা, বিপদ ও বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে ধৈর্য ও সংগ্রামের প্রয়োজন অপরিহার্য। 'ডেভিড কপারফিল্ড' গল্প থেকে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

'ডেভিড কপারফিল্ড' গল্পটি গড়ে উঠেছে ডেভিড নামের এক বালকের জীবনকাহিনিকে কেন্দ্র করে। মাত্র ছয় মাস বয়সে বাবাকে হারানো ডেভিড মায়ের সঙ্গে বেশ স্বচ্ছন্দেই জীবন পার করছিল। কিন্তু তার আট বছর বয়সে মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের পর থেকে তার জীবনে শুরু হয় দুঃখের রাত। তার কড়া মেজাজের সৎবাবা দুর্বিষহ করে তোলে তার জীবন। মায়ের কোল ঘেঁষে যে পড়া ডেভিড নিমিষেই বলে দিতে পারত, সৎবাবার সামনে পড়লে তা নিমিষেই ভুলে যেত। ডেভিডের ওপর তার সৎবাবা দিনের পর দিন অত্যাচার করে যেতে থাকে। এক্ষেত্রে তার মা হয়ে পড়েন অসহায়। ডেভিড ধৈর্য ধরে সব সয়ে যায়। একপর্যায়ে লন্ডনের একটি আবাসিক স্কুল সালেম হাউসে ভর্তি করিয়ে ডেভিডকে বাড়িছাড়া করে দেওয়া হয়। জনাকীর্ণ লন্ডন শহরে ডেভিড হয়ে পড়ে একা ও নিঃসঙ্গ। তবু সে ধৈর্য হারায়নি। জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতাকে মেনে নিয়ে জীবনকে চালিয়ে নিতে চেয়েছে। বাড়িতে সৎবাবার নিপীড়নের সম্মুখীন হওয়া ডেভিড সালেম হাউসে গেলে সেখানেও নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। তবে সেখানে সে একজন হৃদয়বান মানুষের দেখা পায়। তিনি ছিলেন ডেভিডের নিরীহ শিক্ষক মেল সাহেব। তবে সালেম হাউসে কিছু মন্দ স্বভাবের অধিকারী মানুষের জন্য মেল সাহেবকে সেখান থেকে বিতাড়িত হতে হয়।

জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতাকে ডেভিড কিংবা মেল সাহেব দুজনেই ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বলে বরণ করে নিয়ে জীবনের সুখের আশায় ধৈর্যধারণ করে থেকেছে।

পরিশেষে তাই বলা যায়, জীবনের প্রতি পদে পদে নানা বাধা-বিপত্তি ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় মানুষকে। জীবনের এসব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে ধৈর্য ও সংগ্রামশীলতার মধ্য দিয়েই মানুষকে টিকে থাকতে হয়।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০২

- ক. মেল সাহেবকে সালেম হাউস থেকে বের করে দেওয়া হয় কেন? ৩
খ. 'সাবধান এটা কামড়ায়' বলতে 'ডেভিড কপারফিল্ড' গল্পে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৭

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক লন্ডনের আবাসিক স্কুল সালেম হাউসের একজন নিরীহ শিক্ষক মেল সাহেব। লন্ডন শহরে এসে এই একটি মানুষকে হৃদয়বান মনে হয়েছে ডেভিডের। সালেম হাউসের শিক্ষক হলেও মেল সাহেব ছিলেন হতদরিদ্র। এমনকি তার মা একটি দাতব্যালয়ে থেকে জীবিকা নির্বাহ করেন। স্কুলের ছাত্র স্টিরফোর্ড মেল সাহেবকে ভিক্ষুক বলে অপমান করে। তার মায়ের কথা স্টিরফোর্ড জানতে পারে ডেভিডের কাছে থেকে। মেল সাহেবের মায়ের দাতব্যালয়ে অন্যের আশ্রয়ে বেঁচে থাকার কথা জানাজানি হলে সালেম হাউসের মানহানি হবে বলে সালেম হাউসের দায়িত্বরত ক্রিকল সাহেব মেল সাহেবকে সেখান থেকে অব্যাহতি নিয়ে চলে যেতে বলেন। মেল সাহেব তখনই সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন। মূলত মেল সাহেবের মা দাতব্যালয়ে থাকার কারণে তাকে সালেম হাউস থেকে বের করে দেওয়া হয়।

খ চার্লস ডিকেন্সের জনপ্রিয় উপন্যাস 'ডেভিড কপারফিল্ড'-এর বাংলা অনুবাদ করেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। তাঁর অনুবাদকৃত গ্রন্থ থেকে আলোচ্য অংশটি গ্রহণ করা হয়েছে। গল্পটিতে দেখা যায়, ডেভিডের সৎবাবা মার্ডস্টোন একদিন তার মুখ চেপে ধরে তাকে বেত্রাঘাত করতে থাকে। ডেভিড সহ্য করতে না পেরে একপর্যায়ে তার সৎবাবার বুড়ো আঙুলটি কামড়ে দেয়। পরে ডেভিডকে লন্ডনের আবাসিক স্কুল সালেম হাউসে পাঠিয়ে দেওয়া হলে সেখানেও তার সৎবাবা মার্ডস্টোনের নির্দেশে ডেভিডকে উদ্দেশ্য করে একটি বোর্ডে লিখে দেওয়া হয়, 'সাবধান এটা কামড়ায়'।

'ডেভিড কপারফিল্ড' হচ্ছে একজন বালকের জীবনের করুণ কাহিনি। পিতৃহারা এই বালকের নাম ডেভিড। মা ক্লারা এবং বাড়ির কাজের মেয়ে পেগোটির সঙ্গে খুব সুখেই জীবন কাটছিল তার। কিন্তু ডেভিডের আট বছর বয়সে মা দ্বিতীয় বিয়ে করলে তার জীবনের করুণ কাহিনি শুরু হয়। কড়া মেজাজের সৎবাবা মার্ডস্টোন সাহেবকে দেখে বালক ডেভিড সর্বদা শঙ্কিত হয়ে পড়ত। যে পড়া সে মায়ের কাছে অবলীলায় বলে দিতে পারত, মার্ডস্টোন ও তার বোন সামনে থাকলে

সেই পড়া ডেভিড নিমিষেই ভুলে যেত। পড়া না পারার কারণে ডেভিডের সৎবাবা তার ওপর অত্যাচার করতে শুরু করেন। একদিন হঠাৎ ডেভিডের মুখ চেপে ধরে পিঠে বেত্রাঘাত করতে থাকেন মার্ডস্টোন। ডেভিড সহ্য করতে না পেরে তার মুখে চেপে ধরা মার্ডস্টোনের বুড়ো আঙুল সে কামড়ে দেয়। তারপরেই তার জীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় নির্যাতন। একটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাকে পাঁচ দিন আটকে রাখা হয়। এখানেই শেষ নয়। তারপর তাকে লন্ডনের একটি আবাসিক স্কুলে পাঠিয়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে অনেকটা নির্বাসিত করা হয়। লন্ডনের আবাসিক স্কুল সালেম হাউসে শিক্ষক মেল সাহেবের সঙ্গে যাওয়ার সময় ডেভিড লক্ষ করে সেখানে একটি সাইনবোর্ডে সুন্দর করে লেখা আছে, 'সাবধান এটা কামড়ায়'। পাশে কোনো কুকুর আছে ভেবে সে দাঁড়িয়ে পড়লে মেল সাহেব তাকে জানান যে, এখানে কোনো কুকুর নেই বরং কুকুর বলা হয়েছে তোমাকেই। শুধু তাই নয়, ডেভিডের সৎবাবা নির্দেশ দিয়েছেন যেন এই সাইনবোর্ডটা ডেভিডের পিঠের সঙ্গে আটকে দেওয়া হয়। মেল সাহেবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে সেটা করতে হয়। সৎবাবার এমন কর্মকাণ্ডে ডেভিড একেবারে দমে যায়, লজ্জায় ও ভয়ে কঁকড়ে যেতে থাকে সে।

তাই বলা যায়, 'ডেভিড কপারফিল্ড' গল্পে বালক ডেভিডের জীবনে তার সৎবাবা যে উৎপাত শুরু করে তারই নিদর্শন এই সাইনবোর্ডটি। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সৎবাবার আঙুল কামড়ে দেওয়ায় ডেভিডকে তুলনা করা হয়েছে কুকুরের সঙ্গে। লন্ডনের মতো জনাকীর্ণ শহরেও একাকী ডেভিডের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে তার সৎবাবা মার্ডস্টোন সাইনবোর্ডে লিখে দেন— 'সাবধান এটা কামড়ায়'।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৩

- ক. ডেভিডের পিঠ থেকে সাইনবোর্ড খুলে নেওয়া হয় কখন? ৩
খ. লন্ডনের মতো জনাকীর্ণ শহরেও ডেভিড একা হয়ে পড়ে কেন? ৭
ব্যাখ্যা কর।

৩নং প্রশ্নের উত্তর ৩:

ক. সৎবাবা মার্ডস্টোনের বেত্রাঘাত সহ্য করতে না পেরে একবার ডেভিড তার আঙুল কামড়ে দেয়। এটাই তার জীবনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। বাড়ি থেকে নির্বাসিত হয়েও তার মুক্তি মেলেনি। লন্ডনের সালেম হাউসে চলে যাওয়ার পরেও মার্ডস্টোনের নির্দেশে তার পিঠে এঁটে দেওয়া হয় 'সাবধান এটা কামড়ায়' লেখা একটি সাইনবোর্ড। লজ্জায়, দুঃখে ও ভয়ে ডেভিড কঁকড়ে যেতে থাকলেও তার করার কিছুই ছিল না। তার পিঠে সাইনবোর্ড দেখে অনেকে তাকে খ্যাপাত, অনেকে ভয় পেত, আবার কেউ কেউ বুনো মানুষের মতো নাচতে নাচতে কুকুর কুকুর বলে চিৎকার করত। তবে স্কুলের বেশিরভাগ ছেলেই তেমন কোনো উৎপাত করেনি। এভাবেই পিঠে সাইনবোর্ড ধারণ করে অতিবাহিত হচ্ছিল ডেভিডের জীবন। তবে স্কুলের শিক্ষক ক্রিকল সাহেব একদিন ডেভিডকে বেদম প্রহার করতে গিয়ে লক্ষ করেন পিঠে সাঁটা ওই সাইনবোর্ডের কারণে বেতের বাড়ি ঠিক জুতমতো লাগানো যাচ্ছে না। তাই ক্লাসেই ক্রিকল সাহেব ডেভিডের পিঠ থেকে সাইনবোর্ডটি খুলে নেন।

খ. সৎবাবা মার্ডস্টোনের আঙুল কামড়ে দেওয়ার পর ডেভিডকে বাড়ি ছেড়ে লন্ডন শহরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। লন্ডনে জনসমুদ্রের ঢেউ থাকলেও ডেভিডের আপন বা কাছের বলতে কেউ ছিল না। তাই লন্ডনের মতো জনাকীর্ণ শহরেও ডেভিড একা হয়ে পড়ে।

বাড়ির কাজের মেয়ে পেগোটি ও মায়ের সঙ্গে আরামেই দিন যাচ্ছিল বালক ডেভিডের। কিন্তু তার মায়ের দ্বিতীয় বিয়ের পরপরই তার জীবনের করুণ ইতিহাস শুরু হয়। সৎবাবা মার্ডস্টোন দিনের পর দিন অত্যাচার করতে থাকে তার ওপর। একদিন প্রহার সহ্য করতে না পেরে মার্ডস্টোনের আঙুল কামড়ে দিলে তার জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিষহ। তাকে পাঁচদিন একটা অন্ধকার ঘরে আটকে রাখা হয়। পেগোটির মাধ্যমে সে জানতে পারে লন্ডনের একটি আবাসিক স্কুলে ভর্তি করিয়ে তাকে বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তার কাছের মানুষ পেগোটি ও মা ক্লারাকে ছেড়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে যাত্রা করে ডেভিড। চোখের পানিতে রুমাল ভিজ়ে যায় তার। আধমাইল পেরিয়ে গাড়ি থামলে পেগোটি এসে তাকে জড়িয়ে ধরে। ডেভিডকে সে একটি কাগজের টুকরোর সঙ্গে কিছু টাকা দেয়। তারপর সে লন্ডনগামী কোচে উঠে পড়ে। ঘোড়ায় টানা সেই কোচে রাতটা আরামে কাটেনি ডেভিডের। কারণ তার দুপাশে দুজন সারা রাত তার ঘাড়ের মাথা রেখে ঘুমিয়েছে। পরের দিন সকাল হতেই সে লন্ডনে পৌঁছে যায়। সবার স্বপ্নের শহর লন্ডন। ডেভিডেরও স্বপ্নের শহর ছিল। কিন্তু লন্ডন শহরে পৌঁছানোর পরে ডেভিডের মনে হয়েছে সে একেবারে একা। রবিনসন ক্রসোর চাইতেও একা। কারণ রবিনসন ক্রসো একা ছিল একটি নির্জন দ্বীপে। সেখানে কেউ তার একাকিত্ব দেখেনি। কিন্তু ডেভিড একা হয়ে পড়েছে লন্ডনের মতো জনাকীর্ণ শহরে। ডেভিডের একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা যেন সবাই প্রত্যক্ষ করেছে। মূলত লন্ডন শহরে লোকে লোকারণা হলেও ডেভিডের খোঁজ নেওয়ার মতো বা তার সঙ্গে কথা বলার মতো কেউ ছিল না। তাই সে একেবারে একা হয়ে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায়, লন্ডনের মতো বড়ো শহরে পর্যাপ্ত জনসমাগম থাকলেও সবাই বাস্তব জীবনযাপন করে। কেউ কারও খোঁজ নেয় না। তাই অপরিচিত ডেভিডের দিকে তাকানোর সময় কারও নেই। বাড়িতে কাছের মানুষ মা ও পেগোটিকে ছেড়ে গিয়ে অপরিচিত লন্ডন শহরে ডেভিড তাই একা হয়ে পড়ে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৪

- ক. সালেম হাউসে ডেভিডকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে কে? ৩
ব্যাখ্যা কর।
খ. 'ডেভিড কপারফিল্ড' গল্পের মূলভাব আলোচনা কর। ৭

৪নং প্রশ্নের উত্তর ৪:

ক. লন্ডনের আবাসিক স্কুল সালেম হাউসে অন্য ছেলেদের উৎপাত থেকে বাঁচাতে গল্পের বালক ডেভিডকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে তার ক্লাসের জে. স্ট্রিফোর্ড। ডেভিডের চেয়ে বয়সে অনেকটা বড়ো স্ট্রিফোর্ড সুদর্শন ও মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত। তার প্রতি ক্রিকল সাহেবের পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা যায়। সেই ছেলেটি প্রথম থেকেই ডেভিডের সঙ্গে ভাব করে ফেলে। রবিনসন ক্রসো, আরব্য রজনী, ডন কুইকসোট প্রভৃতি বইয়ের গল্প ডেভিড জমিয়ে বলতে পারত বলে অনেকেই তার সঙ্গে ভাব জমাত। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল স্ট্রিফোর্ড। স্ট্রিফোর্ড ও ডেভিড একসঙ্গে ঘুমাত এবং ঘুমানোর আগে ডেভিড তাকে বইয়ের গল্প বলে শোনাত। স্ট্রিফোর্ডও ডেভিডকে খুব ভালোবাসত। স্বয়ং ক্রিকল সাহেব স্ট্রিফোর্ডকে সমীহ করত বলে স্ট্রিফোর্ডের ঘনিষ্ঠ ডেভিডকে কোনো ছেলে ঘাঁটিতে সাহস পেত না।

তাই বলা যায়, সালেম হাউসে ডেভিডকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে তার ক্লাসের স্ট্রিফোর্ড।

জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'ডেভিড কপারফিল্ড'। আত্মজীবনীমূলক এই উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ করেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। উপন্যাসের প্রথম অংশের ভাবানুবাদের সংক্ষিপ্ত রূপ আলোচ্য গল্পটি।

'ডেভিড কপারফিল্ড' গল্পে দেখা যায়, এ গল্পে ডেভিড নামের এক বালকের জীবনের করুণ প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে। ডেভিড ছয় মাস বয়সে তার বাবাকে হারায়। ছোটবেলা থেকেই অনুভূতি ও কল্পনাপ্রবণ ডেভিডের জীবন বাড়ির কাজের মেয়ে পেগোটি এবং মা ক্লারার সঙ্গে বেশ ভালোই কাটছিল। তবে ডেভিডের ছিমছাম সুখের জীবনে প্রথম ধাক্কা আসে আট বছর বয়সে। তার মা দ্বিতীয় বিয়ে করে কড়া মেজাজের ও নিষ্ঠুর স্বভাবের ব্যক্তি মার্ডস্টোনকে। তারপর থেকেই তার জীবনে নেমে আসে নিপীড়ন। মার্ডস্টোন ও তার বোন দুজনেই ছিল বদমেজাজি। কোনো কারণ ছাড়াই ডেভিডের প্রতি রুষ্ট ছিলেন তার সৎবাবা মার্ডস্টোন ও মার্ডস্টোনের বোন। এ অবস্থায় তার মা যেন অসহায় হয়ে পড়ে। ডেভিডের কাছে ও ভালোবাসার মানুষ ছিল তার মা ও কাজের মেয়ে পেগোটি। ডেভিডকে লন্ডনের এক আবাসিক স্কুল সালেম হাউসে ভর্তির জন্য পাঠানো হলে সেখানেও সে নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। তবে এই নিপীড়ন শুরু করার পেছনেও তার সৎবাবা মার্ডস্টোনের প্রভাব ছিল। মার্ডস্টোন ইচ্ছে করে ডেভিডকে সেখানে উপহাসের পাত্র বানায়। তবে এত কিছু পরেও লন্ডনের সালেম হাউসে সে একজন হৃদয়বান মানুষের দেখা পায়। তিনি ছিলেন ডেভিডের শিক্ষক মেল সাহেব। কিন্তু খারাপ মানুষের ষড়যন্ত্র ও মন্দ স্বভাবের কারণে শেষ পর্যন্ত মেল সাহেবও সালেম হাউসে টিকতে পারেন না। সালেম হাউস থেকে মেল সাহেব চলে যাওয়াতে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বালক ডেভিড অসহায় বোধ করে।

মূলত বালক ডেভিডের সুখের জীবনে হঠাৎ করে আগমন হওয়া সমস্ত প্রতিকূলতাকে তুলে ধরা হয়েছে এ গল্পে। তার জীবনকাহিনিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ধৈর্য ও সংগ্রামশীলতার মধ্য দিয়েই মানুষকে টিকে থাকতে হবে।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন ০৫

ক. ডেভিডের ওপর মার্ডস্টোনের নিষ্ঠুর আচরণের চিত্রটি সংক্ষেপে লেখ। ৩

খ. মেল সাহেবের প্রতি স্ট্রিফোর্ড ও ক্রিকল সাহেবের নিষ্ঠুর আচরণ আলোচনা কর। ৭

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর ৫৯

ক. 'ডেভিড কপারফিল্ড' গল্পে মাত্র ছয় মাস বয়সে ডেভিড তার বাবাকে হারায়। ছোটবেলা থেকেই সে ছিল অনুভূতিশীল ও কল্পনাপ্রবণ। বাবার মৃত্যুর পর মা ক্লারার সঙ্গে ডেভিডের দিনগুলো ভালোই কাটছিল। কিন্তু তার মা যখন মার্ডস্টোন নামের নিষ্ঠুর স্বভাবের লোকটিকে বিয়ে করেন তখন থেকেই তার জীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট। মার্ডস্টোনের সঙ্গে ডেভিডদের বাসায় স্থায়ীভাবে বাস করতে আসে মার্ডস্টোনের বোন। তারা দুজনেই ছিল বদমেজাজি। ডেভিড প্রথমে তার মায়ের কাছেই পড়ত। কিন্তু সৎবাবা মার্ডস্টোন পড়ানোর ব্যাপারটা নিজের হাতে নেওয়ার জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তিনি ডেভিডের ওপর বিরূপ আচরণ করতেন, তাই সে তাকে দেখলেই সব পড়া ভুলে যেত। মায়ের কাছে পড়া বলার সময়

কোথাও আটকে গেলে তার মা তাকে আদর করে চোঁটা করার জন্য বলতেন। কিন্তু মার্ডস্টোন তেমনটা না করে বিরক্ত হয়ে যেতেন, যাতে ডেভিডের মন খারাপ হয়ে যেত। আবার ঠিকমতো পড়া দিতে পারলেও সে মার্ডস্টোনের মন পেত না, বরং তিনি তাকে কঠিন অঙ্ক কষতে দিতেন। একদিন তিনি একটি বেত নিয়ে ডেভিডের ওপর অত্যাচার করেন। বেত দিয়ে ডেভিডকে অনেকক্ষণ আঘাত করার পর ডেভিড যখন আর সহ্য করতে পারছিল না, তখন সে মার্ডস্টোনের হাতে কামড় বসিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করে। পরে তিনি তাকে আরও বেশি করে বেত দিয়ে নির্মম আঘাত করেন। মারতে মারতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন একটি ঘরে ডেভিডকে তালা লাগিয়ে আটকে রাখেন। এভাবেই মার্ডস্টোন ডেভিডের ওপর নিষ্ঠুর আচরণ করেন।

খ. মেল সাহেব ছিলেন ডেভিডের নতুন শিক্ষক যিনি সালেম হাউসের একজন নিরীহ ও গরিব শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ওপর তাঁরই ছাত্র স্ট্রিফোর্ড ও স্কুলের প্রধান ক্রিকল সাহেবের নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ লক্ষ করা যায়। 'ডেভিড কপারফিল্ড' গল্পে মেল সাহেব একদিন বিকেলবেলা ক্লাস নিচ্ছিলেন। সেই ক্লাসে গোলমাল হচ্ছিল। মেল সাহেব ছিলেন একজন নিরীহ গোছের মানুষ। সহজে বড়গলায় কথা বলতে পারতেন না। সেদিন ডেভিড তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পড়া দিচ্ছিল। ছেলেরা প্রায় সবাই নিজেদের মধ্যে কথা বলেই যাচ্ছিল। ক্লাসে যে একজন শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছেন তা যেন তারা ভুলেই গিয়েছিল। তখন ছাত্রদের এমন গোলমাল আচরণ দেখে মেল সাহেবের সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি তখন চিৎকার ও ধমকের স্বরে সবাইকে চুপ করতে বলেন। তাঁর মুখে এমন ধমক শুনে ছেলেরা অবাক হয়ে চুপ হয়ে গেল। কিন্তু শেষ সারিতে দেওয়ালে হেলান দিয়ে শিস দিচ্ছিল স্ট্রিফোর্ড; সে কিছুতেই থামল না, বরং শিস দিয়েই চলল। মেল সাহেব তখন তাকে চুপ করতে বললেও সে চুপ না হয়ে উলটো তাঁর সঙ্গে বেয়াদবের মতো আচরণ করল। সে মেল সাহেবকেই উলটো চুপ করতে বলল। ক্লাসের সবাই জানত স্ট্রিফোর্ডের প্রতি ক্রিকল সাহেবের পক্ষপাতিত্ব ছিল, আর সেটি মেল সাহেব উল্লেখ করলে স্ট্রিফোর্ড তা ক্রিকল সাহেবের কাছে খুব বাজেভাবে উপস্থাপন করে। মেল সাহেব স্ট্রিফোর্ডের এমন আচরণে খুব কষ্ট পান। আবার স্ট্রিফোর্ড ভিথিরি হিসেবে অভিহিত করে ক্লাসের সবার সামনে মেল সাহেবকে লজ্জিত করে।

এমন ঘটনার সময় ক্লাসে ক্রিকল সাহেব এলে মেল সাহেবের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ করে স্ট্রিফোর্ড তাকে খেপিয়ে তোলে। মেল সাহেবের নিকট আত্মীয় ভিক্ষা করেন বলে স্ট্রিফোর্ড তাঁকে ভিথিরি বলে ক্রিকল সাহেবের কাছেও ছোট করে। সে বলে মেল সাহেবের মা দাতব্য আলয়ে বাস করেন আর খয়রাতের ওপর বেঁচে থাকেন। তখন স্ট্রিফোর্ডের মুখে এসব কথা শুনে ক্রিকল সাহেব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তার আচরণে মূলত বেয়াদব স্ট্রিফোর্ডের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্বই লক্ষ করা যায়। অথচ তিনি শিক্ষকের যথাযথ মর্যাদা দিতে পারতেন। তিনি সেটি না করে উলটো মেল সাহেবের ওপর ক্ষিপ্ত হলেন। ক্লাসের সবার সামনে তাঁকে অপমানিত করে সেই স্কুল থেকে অব্যাহতি নিয়ে চলে যেতে বলেন। মেল সাহেব তখনই সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান। একজন নিরীহ ও আদর্শ শিক্ষকের প্রতি স্ট্রিফোর্ড ও ক্রিকল সাহেবের এমন নিষ্ঠুর আচরণই ফুটে উঠেছে 'ডেভিড কপারফিল্ড' গল্পে।